৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে

দেশের চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সংক্রান্ত আলোচনা। কলেজগুলোও পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরাও ভর্তির জন্য কোমর বেঁধে নামতে প্রস্তুত।

এবার চারটি বোর্ডে পাস করেছে ৪ লাখ ৯০ হাজার ৩৫ জন। গতবারের তুলনায় এবার পাস করেছে প্রায় ৮৬ হাজার বেশি ছাত্রছাত্রী। গতবার চার বোর্ডে পাস করেছিল ৪ লাখ ৪ হাজার ৪শ' ২ জন। এটি হল একটি হিসাব। আরেকটি হিসাব হল যে, (একটি সহযোগী দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী) বর্তমানে দেশের কলেজগুলোতে মোট আসন রয়েছে ৩ লাখ ৩ হাজার ৯শ' ৩৬টি। তার মানে অংকের হিসাবে (আসনসংখ্যা বাড়ানো না হলে) ১ লাখ ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী চেষ্টা করেও ভর্তি হতে পারবে না।

কিন্তু অন্য একটি হিসাবও রয়েছে যেটি যোগ না করলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সমস্যার চেহারাটি পুরোপুরি দেখা যাবে না। একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা জরিপ করে দেখেছে, এসএসসি পাসের পর শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী নাকি নানান কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তার মানে এই বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তির জন্য চেষ্টাই করে না। শতকরা ৩০ ভাগ নাকি পরীক্ষা পাসের পর উপার্জন করে পরিবারকে সাহায্য করার কাজে লেগে যায়। বাকি ১০ ভাগ ভাল কোথাও ভর্তি হতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, কেউ বিদেশে পাড়ি জমায়। গত কয়েক বছরে এসএসসি ও এইচএসসি পাসের পর বিত্তবান ঘরের ছাত্রছাত্রীদের একাংশ স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত উন্নত শিক্ষা পাবার আশায় ভারত, সিঙ্গাপুরসহ ইউরোপ-আমেরিকায় পড়তে যাচ্ছে। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ ঝোঁকটি আরও বাড়বে বলেই মনে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিরাটসংখ্যকের ড্রপ-আউট ও বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভর্তির চাপ কলেজগুলোকে সার্বিকভাবে তেমন পোহাতে হবে না। তবে পাস করা ৬০/৭০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর ভাল কলেজে ভর্তি হতে চাওয়ার সাধারণ প্রবণতার কারণে ঢাকাসহ অন্যান্য নগর এলাকায় ভাল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে আগের মতোই চাপ সৃষ্টি হবে। একটি আসনের জন্য ঢাকার ১০/১২টি নামকরা কলেজে হয়তো এবারও আবেদন করবে ১০ থেকে ১২ জন। পাশাপাশি প্রতিবারের মতো এবারও দেখা যাবে, দেশের বহু থানা ও মফস্বল এলাকার অখ্যাত-অজ্ঞাত কলেজগুলো যথেষ্ট ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। ছাত্রের অভাবে অনেক কলেজ চালানোও মুশকিল হয়ে পড়েছে।

সুতরাং সরল বিচারে দেশজুড়ে যারা আরও কলেজ কিংবা বিদ্যমান কলেজগুলোতে আরও আসন বা দ্বিতীয় শিফট দাবি করেন, তাতে আমরা বাস্তবতাবোধ ও যুক্তি দেখি না। বরং এটা বলাই যুক্তিসঙ্গত যে, মফস্বল, থানা ও জেলা শহরের অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছেলেমেয়েরা যাতে এসএসসি পাস করেই ভর্তি ও পড়াশোনার জন্য রাজধানীতে ছুট না দেয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শহরের নামিদামি কলেজগুলো ভাল ছাত্রছাত্রীদের ছেঁকে নিয়ে তাদেরকে আরও যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলতে পারে কিনা কে জানে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মোহগ্রস্ত, তাদের কাছে এ কলেজগুলো অতিশয় আকর্ষণীয়। অভিভাবকদেরও ভাল কলেজে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। কিন্তু যদি দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সরকারি-বেসরকারি ও ডিগ্রি কলেজগুলোর বিদ্যমান অবস্থা বদলায়, বৈষম্য অন্তত সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে, তবে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের বন্টনও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এ লক্ষ্যে প্রথম কর্তব্য হল সরকারি কলেজগুলোর মান উন্নয়ন। ছাত্রছাত্রীদের চাপের মুখে বড় বড় কলেজে আসনসংখ্যা বাড়িয়ে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো আরও বাড়িয়ে তোলার দরকার নেই। বরং প্রান্তীয় সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা হোক। প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃষ্টি করা হোক। ক্লাসগুলো নিয়মিত করা হোক। বেসরকারি কলেজগুলোতে সরকারি খরচে অবকাঠামো নির্মাণে গতিশীলতা সৃষ্টিও কম জরুরী নয়। বেড়ে ওঠা শহরমুখী ছাত্রের স্রোত স্বাভাবিক হয়ে আসুক। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে ভেঙে পড়া রাজধানী শহরে কর্মজীবী মানুষের মতোই পাস করা ছাত্রছাত্রীদের এই প্রবাহও কমা উচিত। ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিশ্চিত করার জন্যও বিষয়টি জরুরী।